৫।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ১ ...

প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থব্যয় ৩০ ভাগ কমানোর জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। বিশ্বব্যাংক এই পরামর্শ দেয়ার সুযোগ পেয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্পের জন্য তাদের কাছে ১৬০ কোটি ডলার চাওয়া হলে। সাধারণত কোন বড় প্রকল্পের জন্য ঋণ-অনুদান চাওয়া হলেই বিশ্বব্যাংক ব্যয় সঙ্কোচনের শর্ত আরোপ করে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার মত একটি শীর্ণ খাতকে এই ধরনের পরামর্শ দেয়াটা বিশ্বব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত।

বর্তমান সরকার চাচ্ছেন দেশের প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিশ্চিত করতে। তার জন্য যতগুলো নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হয়, তা তারা করতে চান। পাশাপাশি সারাদেশে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন, পুরনো বিদ্যালয় মেরামত ও আধুনিকায়ন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার। এই অর্থ চাওয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংকের কাছে, তবে খয়রাতি সাহায্য হিসেবে নয়।

বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিটা মেনে নেয়া যেত যদি বর্তমানে দেশে পর্যাপ্ত বিদ্যালয় থাকতো, সেগুলোতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকতো, প্রত্যেক শিশু-কিশোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতো। কিন্তু সবাই জানেন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ঘাটতি পর্বতপ্রমাণ। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পর এই ঘাটতি অনেক বেশি প্রকট হয়েছে। আগামী পাঁচ কেন, দশ বছরেও এই ঘাটতি পূরণ করা কঠিন হবে। আমরা যদি দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে চাই, তবে অন্তত দশ বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করে যেতে হবে। কোন পর্যায়েই সঙ্কোচনের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। অতএব বিশ্বব্যাংকের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, যদি আমরা দেশে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চাই।

বিশ্বব্যাংকের পরামর্শদাতারা হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাতৃসদনগুলোর অবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানে 'বেবী-বুম' সৃষ্টি হলে প্রয়োজনের খাতিরে বহু মাতৃসদন নির্মাণ করা হয়। কয়েক বছর পর সেখানে সন্তান উৎপাদন কমে গেলে মাতৃসদনের চাহিদা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। ফলে মাতৃসদনগুলোকে নিয়ে কি করা হবে সে সমস্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশে মাতৃসদন বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সেই ধরনের সমস্যার জন্য কয়েক দশক অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ছাত্র সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই। স্কুলে যাওয়ার মত প্রতিটি শিশু-কিশোরকে বিদ্যালয়ে স্থান দিতে কোথায়ও কোথায়ও একাধিক শিফট কিংবা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারা আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন।

আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন থেকে নীতিগতভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর তার পরিধি বেড়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই বলে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণ হিসেবে টাকা চাওয়া হয়েছে; কিন্তু তারা উল্টো পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন।

আমরা যদি স্থায়ীভাবে মানবোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে অগ্রসর হতে চাই, তবে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা তার পূর্বশর্ত। অতএব প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে কোন ধরনের আপস করা উচিত হবে না। বিশ্বব্যাংক যতটা দিতে পারে দেবে, বাকিটা সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকেই খরচ করা উচিত। তার জন্য প্রয়োজন হলে অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতের কাটছাঁট যদি করতে হয়, তা করতে সরকারের দ্বিধা করা উচিত হবে না।